ভোরের কাগজ

তারিখ ২৪ OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢা.বি'র দুটি হলের ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ

মুহসীন হলে ছাত্রদলের সশস্ত্র দু'গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল নিয়ন্ত্রণকারী টুকু ও আসাদ সমর্থিত গ্রুপের মধ্যে গতকাল দুপুরে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও অস্ত্র প্রদর্শনীর ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় টুকু গ্রুপের ২ জন ক্যাডার আহত হয়।

এদিকে অপর এক ঘটনায় জহুরুল হক হলের সভাপতি রাহাত ও এফ রহমান হলের ছাত্রদল নেতা সানির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনেছেন এক ঠিকাদার।

জানা গেছে, গত শনিবার রাতে হলে ছাত্র তোলা নিয়ে মুহসীন হলের সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েলের সঙ্গে শহীদুলের কথা কাটাকাটি হয়। ঘটনাটি রয়েল আসাদ গ্রুপের ক্যাডার বহিরাগত আহিদকে জানালে সে গতকাল দুপুর ১টার দিকে মধুর কেন্টিনে প্রকাশ্যে শহীদুলকে হত্যার হুমকি দিলে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এই সময় আহিদ উপস্থিত আসাদ গ্রুপের ক্যাডার পাইলট, ইমনসহ অন্যদের শহীদুলকে লাইব্রেরির সামনে নিয়ে গুলি করার নির্দেশ দেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। নির্দেশ পেয়ে ক্যাডাররা শহীদুলকে টেনেহিচড়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে তার চেঁচামেচিতে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এরপর আহিদ আসাদ গ্রুপের ক্যাডারদের হলে অবস্থান নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়। হলে গিয়ে তারা অস্ত্র ও রড নিয়ে হল গেটে অবস্থান নেয়। এর কিছু সময় পর দেড়টার দিকে টুকু গ্রুপের শহীদুলসহ অন্য ক্যাডাররা হল গেটের কাছে গেলে আগে থেকে অবস্থান নেওয়া আসাদ গ্রুপের ক্যাডাররা তাদের ধাওয়া করলে শহীদুল পালিয়ে যায়। এ সময় জিয়া, রাজনসহ অন্যরা হলে প্রবেশ করলে জিয়াকে রড দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করা হয় এবং রাজনকে লক্ষ করে ইমন পিস্তল দিয়ে গুলি করলে তা না ফোটায় তাকে চাপাতি দিয়ে আঘাত করলে তার কপাল কেটে যায়। উভয় গ্রুপের মধ্যে কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও অস্ত্রের মহড়া চলে। এ সময় হলের ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ মুহসীন হলে গিয়ে হল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হল সংসদে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ইমন, মুত্তাকি এবং রাজনকে শোকজ করা হয়। এ ছাড়া শহীদুল এবং মেজবাহকে হলে না থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, মেজবাহকে হল সাধারণ সম্পাদক গোলাম হাফিজ নাহিনের সঙ্গে বেয়াদবি করার অপরাধে হলে না থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ নিয়ে দুগ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো সময়

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

মুহসীন হলে ছাত্রদলের সশস্ত্র

● শেষের পাতার পর

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে হলের সাধারণ ছাত্ররা।

এ ছাড়া জহুরুল হক হলের সভাপতি রাহাত ও এফ রহমান হলের ছাত্রদল নেতা সানির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে লিখিত অভিযোগ করেছে এক ঠিকাদার।

জানা গেছে, জহুরুল হক হলে ৮ লাখ টাকার হল রিপেয়ারিং কাজ চলছে। গতকাল দুপুরে রাহাত এবং সানি ঐ ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবি করে